ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 52 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২০৭ ● কলকাতা ● ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ৩১ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 17

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

বোধহয় আমার পরের জন্মের কথা বলছেন।" আমি মূর্খতাবশত বললাম, "গুরুদেব, এখানে তো কোন কুত্তাও নেই, আপনি আমাকে নির্জন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন আর বলছেন লক্ষ লক্ষ লোক তোর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হবে।" গুরুদেব শান্ত থেকেই উত্তর দিলেন "ঐ লক্ষ লক্ষ আত্মা পর্যন্ত পৌঁছনোর রাস্তা এই নির্জন স্থান হয়েই যাবে। আমি জানি আজকের পরিস্থিতিতে তোমার এটা সত্য না লাগতে পারে, কিন্তু কাল এটাই সত্য হবে। কেবল যখন সত্য হবে তখন আমি এই দুনিয়ায় থাকব না কারণ আমার কাজ হয়ত শেষ হয়ে যাবে। অন্তর্দৃষ্টির জন্য আমি ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছি, তুই নয়, আমাদের দুজনের মধ্যে আছে সময়ের ব্যবধান।

ক্রমশঃ

মমতার ঘোষণার পরেই শুভেন্দুর বড় বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একধাক্কায় পুজোয় অনুদান বাড়ল ২৫ হাজার টাকা। বিদ্যুতের বিলে ৮০ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ জানিয়ে দিলেন আগেরবার পুজো কমিটিগুলির জন্য যেখানে অনুদানের অঙ্কটা ছিল ৮৫ হাজার টাকা। তা এবার একধাক্কায় বেড়ে গেল ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। তোপ দেগেছে বামেরাও। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্য সরকারের টাকা নেই বলে রাস্তা হচ্ছে না। রাস্তায় মানুষ মরছে প্রত্যেকদিন। সরকারের টাকা নেই বলে স্কুল-কলেজের ১২টা বেজে গিয়েছে। সরকারের টাকা নেই বলে কাজের কোনও ব্যবস্থা করতে পারছে না। ওগুলো চলুক। কিন্তু মেলা-খেলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী এক ইঞ্চিও সরবেন না। কারণ ভোট।" খবর সামনে আসতেই রেগে লাল বিজেপি। তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, "তিলোত্তমাকে খুন করেছে ওর

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীকে ভয় দেখিয়ে টাকা হাতাল ঠগীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডিজিটাল দুনিয়ায় দাপিয়ে বাড়ছে ডিজিটাল অ্যারেস্ট। অর্থাৎ অভিনব কায়দায় ফাঁদ পেতে সাধারণ মানুষের থেকে কোটি-কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা। বলিহারি সাধারন মানুষ! সব কিছু জানার পরেও অনেকে ওই প্রতারকদের পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছে। এবার জলপাইগুড়িতে যা ঘটল, তা শুনে মাথায় হাত পুলিশেরও।এরপরেই অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ১৫ লক্ষ টাকা একটি অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেন ওই ব্যবসায়ী। পরে আরও টাকা চাওয়া হলে তিনি প্রতারিত হচ্ছেন যে বুঝতে পারেন। এবং তড়িঘড়ি জলপাইগুড়ি সাইবার পুলিশে দ্বারস্থ হন। পুলিস তদন্তে নেমে জানতে পারে, তিনি যে অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছেন, সেটি রাজস্থানের। এখনও পর্যন্ত সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, বাকি টাকাও পুলিশ ফিরিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে পুলিশ বড় সফলতা পেলেন। সাধারণত প্রতারিত হওয়া টাকা ফিরে পাওয়া মুশকিল।২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁও-তে জঙ্গি হামলার ঘটনাকে সামনে রেখে ডিজিটাল অ্যারেস্ট। যেখানে ২৬ জন নিরীহকে গুলি করে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি জঙ্গিরা।

প্রতারকদের নয়া ছকে চোখ কপালে পুলিশের। কারণ ডিজিটাল অ্যারেস্টের ফাঁদ পেতে জলপাইগুড়ির এক ব্যবসায়ীর থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করল প্রতারকেরা। যা রীতিমতো পুলিশকেও বিভ্রান্ত করেছে। যদিও ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ির সাইবার পুলিশ সেই ব্যক্তির লুট হওয়া টাকার মধ্যে ১১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের সন্দেহ, কম্বোডিয়ায় বসে ব্যাক্তির সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, সম্প্রতি জলপাইগুড়ির সেনপাড়ার বাসিন্দা ঝন্টু বসুর সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটেছে। তাঁকে মহারাষ্ট্র পুলিসের নাম করে ভিডিও কল করা হয়েছিল। যেখানে প্রতারকরা জানান যে, পহেলগাঁও হামলায় জড়িত জঙ্গিরা তাঁর সিম ব্যবহার করেছে! যে কোনও সময় তাঁর উপর হামলা হতে পারে। এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। আর তাতেই ভয় পেয়ে যান ঝন্টুবাবু। এরপর তাঁকে বলা হয়, 'যদি বাঁচতে চান, তাহলে ১৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিতে হবে। নয়তো আপনার বাড়ি থেকে বেরোনো মুশকিল হয়ে যাবে।পাশাপাশি দুঘন্টা অন্তর আপনাকে মেসেজ করে আমাদের জানাতে হবে যে আপনি সুরক্ষিত আছেন কি না!'

আরআরআরএলএফ-এর মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই, ২০২৫

কলকাতা-ভিত্তিক স্বশাসিত সংস্থা রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক দেশের সরকারি গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে – গ্রন্থাগারগুলির সম্পদের সমৃদ্ধিকরণ, আসবাবপত্র সংগ্রহ, গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ, শিশুদের জন্য কর্নার তৈরি, দিব্যাঙ্গ পাঠকদের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা তৈরি এবং কম্পিউটার, প্রিন্টার ও পরিকাঠামোর উন্নতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার আধুনিকীকরণ। সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এইসব প্রকল্প রূপায়িত করা হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।

২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে

এরপর ৬ পাতায়

বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে জেলা পুলিশের বিশেষ উদ্যোগ

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে সচেতনতা শিবির। সাথে বৃক্ষরোপণ, রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির করলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। এই অনুষ্ঠানটি হয় ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পানবাড়ি জুনিয়র গার্লস স্কুলে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ড বাহালে উমেশ গণপথ, অ্যাডিশনাল এসপি(গ্রামীণ) সমীর আহমেদ, ডিএসপি ক্রাইম শান্তিনাথ পাঁজা, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ,ময়নাগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী রামমোহন রায়, রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পানবাড়ী জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে অতিথিদের উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।এর পরে উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে প্রোগ্রামের উদ্বোধন হয়। এর পর ব্লাড ডোনেট ক্যাম্পের উদ্বোধন হয় এদিন পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৫৫ জন রক্ত দান করেছেন, তার সাথে স্বাস্থ্য শিবির ,সহ প্রায় ৫ হাজার বৃক্ষরোপণ ও চারা গাছ বিতরণ করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে এদিনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে পানবাড়ি জুনিয়র গার্লস স্কুল ও প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছেন অনুষ্ঠান শেষে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ড বাহালে উমেশ গনপথ বলেন, জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়িতে মানব পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে একটি সচেতনতা শিবির তার সাথে পাঁচ হাজার বৃক্ষরোপণ রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা হয়।

(১ম পাতার পর)

মমতার ঘোষণার পরেই শুভেন্দুর বড় বার্তা

লোকেরা। নারীরা সুরক্ষিত নয়। বাংলার বেকারদের শেষ করেছে।" এরপরই পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যাঁরা শর্তাধীন তাঁরা ব্যানার টাঙাবেন না। যাঁরা প্রত্যাখ্যান করবেন আমার কাছে আসুন। পুজো কমিটির সঙ্গে আমি আছি।"

একই সুর বিজেপি নেতা সজল ঘোষের গলাতেও। তিনিও তীব্র আক্রমণ শানান তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। বলেন, "সরকারি টাকায় উনি নিলাম করলেন। নিলাম করে ক্লাব কিনলেন। ৮৫ হাজার, ৯০ হাজার, ১ লাখ, চলো ১ লাখ ১০... বলেই তিনবার হাতুড়ি ঠুকে দিল। হাতুড়ি ঠুকে যেভাবে নিলাম হয় সেভাবে তিনি নিলাম করে বাংলার মেহনতি মানুষদের মাথায় হাতুড়ি মারলেন। যাঁরা ডিএ-র জন্য আন্দোলন করছেন এটা তাঁদের মাথায় হাতুড়ি মারা, যে ছেলেমেয়েগুলি চাকরি হারিয়েছে তাঁদের চাকরি কেড়ে নেওয়া এটা, যে পরিবারগুলো পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তাঁদের উপর আঘাতের সামিল এটা।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ২ অগাস্ট ২০২৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় মৎস্য উন্নয়ন সংক্রান্ত আঞ্চলিক পর্যালোচনা সভায় পৌরোহিত্য করবেন

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই, ২০২৫

মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রকের (এমওএফএএইচঅ্যান্ডডি) আওতাধীন মৎস্য বিভাগ ২ অগাস্ট ২০২৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ের জন্য একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করেছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই) মৎস্য ও অ্যাকোয়াকালচার পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (এফআইডিএফ) এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য কিষাণ সমৃদ্ধি সহ যোজনা (পিএম-এমকেএসএসওয়াই) সহ মৎস্য ক্ষেত্রে মূল প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ওপর আলোকপাত করা হবে। কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রকের (এমওএফএএইচঅ্যান্ডডি)-এর মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং-এর পৌরোহিত্যে এই বৈঠক হবে। মৎস্য ও দুগ্ধ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়ান বৈঠকে যোগ দেবেন। অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলির মুখ্যসচিব, ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, মৎস্য বিভাগ, রাজ্য মৎস্য বিভাগ এবং আইসিএআর-এর প্রতিনিধিরা বৈঠকে যোগ দেবেন।

বৈঠকে মৎস্য ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানানো হবে। তথ্যভিত্তিক আলোচনার সাহায্যে এই বৈঠকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্যশৃঙ্খল শক্তিশালী করে তোলা এবং মৎস্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের একটি ভবিষ্যতের পথদিশা তৈরি করা হবে। বৈঠকে হাইব্রিড মোডে আলোচনা হবে। মৎস্য বাস্তুতন্ত্রের জন্য তৈরি আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতির প্রচার, মৎস্য ক্ষেত্রে জীবিকার সুযোগ, উৎপাদনশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে এই বৈঠক।

প্রেক্ষাপট

ভারত সরকার দেশের অভ্যন্তরে মৎস্য ও অ্যাকোয়াকালচার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৫ সালে এই উদ্যোগ শুরুর পর থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে ৩৮,৫৭২ কোটি টাকা বিনিয়োগের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের মতো পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য নীল বিপ্লব প্রকল্প মৎস্য ও অ্যাকোয়াকালচার পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় ২৭৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ৪টি রাজ্য দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ৪৫.২৭ লক্ষ টনেরও বেশি অবদান রাখে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থানে। সরকার মৎস্যজীবিদের জন্য ডিজিটাল পরিচয় তৈরিতে বিশেষ নজর দিয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের ২৪ লক্ষেরও বেশি মৎস্যজীবি ইতিমধ্যেই জাতীয় মৎস্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে (এনএফডিপি) যুক্ত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের ১৩টি জেলার মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টিকারী ৪টি মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্প অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে অর্থনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি আজ রেল মন্ত্রকের ৪টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর জন্য মোট ব্যয় হবে প্রায় ১১,১৬৯ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে :

১.আলুয়াবাড়ি রোড- নিউ জলপাইগুড়ি তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন

২. ইটারসি-নাগপুর চতুর্থ লাইন

৩. ঔরঙ্গাবাদ (ছত্রপতি সম্ভাজি নগর)-পারভানি দ্বিতীয় লাইন

৪.ডাঙ্গোয়াপোসি-জারোলি তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন

লাইনের ক্ষমতা বাড়লে উল্লেখযোগ্যভাবে গতিও বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভারতীয় রেলের পরিষেবা উন্নত হবে। এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রস্তাবগুলি কাজকর্ম সহজ করতে এবং যানজট কমাতে সক্ষম হবে। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এইসব অঞ্চলের যে এলাকায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে সেখানকার জনগণ আত্মনির্ভর হয়ে উঠবেন, পাশাপাশি এইসব এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি মানুষ ও পণ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদান করবে।

প্রস্তাবিত মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশের ১৩টি জেলায় ৪টি প্রকল্প ভারতীয় রেলের বর্তমান নেটওয়ার্কে আরও ৫৭৪ কিলোমিটার যুক্ত করবে। প্রস্তাবিত মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পটি প্রায় ২,৩০৯টি গ্রামের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে যার জনসংখ্যা প্রায় ৪৩ লক্ষ ৬০,০০০।

কয়লা, সিমেন্ট, জিপসাম, ফ্লাইঅ্যাশ, কৃষিপণ্য, পেট্রোলিয়াম সামগ্রী ইত্যাদি পণ্য পরিবহণের জন্য এগুলি অপরিহার্য পথ। ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে এই পথে বার্ষিক ৯৫.৯ মেট্রিক টন অতিরিক্ত মাল পরিবহণ করা সম্ভব হবে। পরিবেশ বান্ধব এবং শক্তি সাশ্রয়ী পরিবহণ ব্যবস্থা হওয়ায় রেল জলবায়ু লক্ষ্য অর্জন এবং দেশের সরবরাহ ব্যয় হ্রাস করতে ও ৫১৫ কোটি কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ হ্রাস করতে সহায়ক হবে যা ২০ কোটি গাছ লাগানোর সমতুল।

সম্পাদকীয়

এবার কবে দুর্গাপুজো কার্নিভাল? দিন ঘোষণা মমতার

দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির প্রাণখোলা আনন্দ। সেরা উৎসবে গা ভাসাতে কুণ্ঠা করছেন, এমন বাঙালি খুব কম। পিতৃপক্ষের অবসান ঘটা মানেই এখন 'প্যান্ডেল হপিং'য়ের দিন গোনা। কলকাতা, জেলার সেরা পুজোমণ্ডপ না দেখলে তো শারদোৎসব বৃথা! আর সেই টানে দিনরাত মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাসা ভিড়।এবছর ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে দুর্গাপুজো শুরু। ২ অক্টোবর বিজয়া দশমী। ওই তিনদিন অর্থাৎ ২,৩ ও ৪ তারিখ প্রতিমা বিসর্জনের দিন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৫ অক্টোবর হবে পুজো কার্নিভাল। প্রতি বছর রেড রোডে বড় করে প্রতিমা বিসর্জনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। থাকেন বিদেশি অতিথিরাও। এবারও তাঁদের সকলকে নিয়ে কার্নিভাল করতে চান মুখ্যমন্ত্রী।পুজোয় কোন মণ্ডপে কোন দিন কতটা ভিড় হল, তার প্রায় একটা প্রতিযোগিতা লেগে যায়। কিন্তু ভিড়ের প্রতিযোগিতা নয়, বরং এবারের দুর্গাপুজোয় দর্শনার্থীদের নিরাপত্তাই হয়ে উঠুক অগ্রাধিকার। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে পুজো কমিটিগুলিকে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বছর কয়েক আগে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। আর তারপর থেকে বাংলায় দুর্গাপুজোর আনন্দ আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। আয়োজনও খানিক ক্রমবর্ধমান। সেকথা মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বারবার সতর্কতার সুরে বললেন, "ভিড়ের প্রতিযোগিতা করবেন না, মানুষকে মণ্ডপ দেখান। প্রতিটি মণ্ডপে যেন অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ থাকে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম রাখতে হবে, যাতে কারও কোনও সমস্যা হলে তা ঘোষণা করা যায়। হেল্পলাইন নম্বর ভালোভাবে ঘোষণা করবেন। মণ্ডপে দমকলের বড় গাড়ি ঢুকতে অসুবিধা থাকলে মোবাইল বাইক রেডি রাখতে হবে। মহিলা নিরাপত্তায় যেন বাড়তি নজর থাকে পুলিশের।" সুষ্ঠুভাবে পুজো পরিচালনার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের ভূমিকা যে অনেকটা, তা ফের মনে করালেন মুখ্যমন্ত্রী।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠ পর্ব)

ুললিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব ।। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্মুক্ তয়া চ । প্রবালৈর্বন্দেহ হং সাষ্টনাগামুরুকু চগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্ ।। (এর অর্থ- সর্প দিগের মাতা, চন্দ্র বদনা, সুন্দর কান্তি বিশিষ্টা, বদন্যা, হংস বাহিনী, উদার স্বভাবা , লোহিত বসনা , সর্বদা সর্ব অভিষ্ট প্রদায়িনী, সহাস্য বদনা, কণক মনি মুক্তা প্রবালাদির অলঙ্কার ধারিনী, অষ্ট নাগ পরিবৃতা, উন্নত কুচ যুগল সম্পন্না , সর্পিণী , ইচ্ছা মাত্র রূপ ধারিনী দেবীকে বন্দনা করি ।) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

নবদ্বীপ হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক

অভিজিৎ সাহা, নদীয়া

নবদ্বীপ স্টেট্ জেনারল হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হলো রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক।২৪ ঘন্টা বিনা খরচায় ECG সহ অন্যান্য বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে পরিষেবা পাবেন রোগীরা। সোমবার২৮শে জুলাই দুপুরে হাসপাতালের কনফারেন্স হলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা,স্থানীয় কাউন্সিলার ঝন্টু লাল দাস,হাসপাতালের সুপার অনঘ ব্যানার্জী,সমিতির অন্যান্য সদস্যগন ও একাধিক চিকিৎসক সহ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীবৃন্দ। এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। জানাযায়, সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী প্রসুতি মায়েদের বিনা খরচে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাতৃ যানের ব্যবস্থা রয়েছে, সেক্ষেত্রে মাতৃ যানের পক্ষ থেকে রোগীদের কাছ থেকে কোনো অতিরিক্ত টাকা নেওয়া যাবেনা।এছাড়া হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীদের ক্ষেত্রে মাতৃযানের সঙ্গে যুক্ত তারাই প্রথম অগ্রাধিকার পাবেন এবং হাসপাতাল থেকে ভাড়ার তালিকা ঠিক করে দেওয়া হবে সেইমতো ভাড়া নিতে হবে বলে জানানো হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এখানে তাড়কা ও কালীর মধ্যে ইকুইভ্যালেন্স ঘটার বিষয়টা প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ একটি ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক বিরোধিতা আছে কালীর প্রতি।

তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের মা কালীর পায়ের তলায় যিনি পদদলিত,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শহরের সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত 'বার্তা' কর্মশিবিরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিশদ আলোচনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিইএএফ (ডিপোজিটর এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়্যারনেস ফান্ড)-এর সহায়তায়, নাবার্ড পশ্চিমবঙ্গের ২১টি জেলায় ১৭৩টি ব্লকে পাঁচটি লিড ব্যাঙ্কের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ১১৮টি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অন্তর্গত পিআইবি, কলকাতার উদ্যোগে আয়োজিত 'বার্তা' কর্মশিবিরে আজ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। কর্মশিবিরটি ছিল মূলত কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য, যাতে তাঁরা ভারতের আর্থিক কাঠামো ও নতুন উদ্যোগগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পান।

শুরুতেই "এক পেড় মা কে নাম" অভিযানের অন্তর্গত বৃক্ষরোপণ ও প্রদীপ প্রজ্বোলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন শ্রী টি. ভি. কে. রেড্ডি, মহানির্দেশক (পূর্বাঞ্চল), পিআইবি। তিনি বক্তব্যে মিথ্যা তথ্যের যুগে গণমাধ্যমের দায়িত্ব ও পিআইবির সদর্থক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

নাবার্ড-এর চিফ জেনারেল শ্রী পি. কে. ভরদ্বাজ মূল বক্তৃতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ইতিহাস, কাঠামো ও নাবার্ড-এর ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে ২১টি জেলায় ১৭৩টি ব্লকে ১১৮টি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মোট ₹৫০০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে আর্থিক সচেতনতা বাড়াতে।

এসএলবিসি (পিএনবি)-র জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বলবীর সিং জানান, রাজ্যে ৫.৩৮ কোটিরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যার মোট আমানত ₹ ২৫,০০০ কোটি। এছাড়া, ৫৮ লক্ষ মানুষ বৃদ্ধবয়সের জন্য 'অটল পেনশন যোজনা'র সুবিধা পেয়েছেন। রাজ্যে ঋণ-আমানত অনুপাত ৭০%।

তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ৪৫ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা রয়েছে এবং তাদের জন্য বন্ধক-মুক্ত ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, খাদি কমিশন ও শিক্ষার্থীদের জন্য ঋণ প্রকল্পগুলির কথাও উল্লেখ করেন।

এই কর্মশিবিরে আলোচনার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর মনন গড়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের সংবাদপত্র প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় খাতে "জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনসিডিসি)-কে অনুদান সহায়তা" প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯ (২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ থেকে প্রতি বছর ৫০০ কোটি টাকা) ৪ বছরের জন্য ২০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় খাতে "জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনসিডিসি)-কে অনুদান সহায়তা" অনুমোদন করেছে।

২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এনসিডিসি-কে ২০০০ কোটি টাকা অনুদান সহায়তার ভিত্তিতে এনসিডিসি ৪ বছরের মধ্যে খোলা বাজার থেকে ২০,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। এই তহবিল এনসিডিসি-র মাধ্যমে নতুন প্রকল্প স্থাপন/কারখানা সম্প্রসারণের জন্য সমবায়গুলিকে ঋণ প্রদান এবং কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হবে।

আর্থিক প্রভাব :

এনসিডিসি-কে ২০০০ কোটি টাকা ভারত সরকারের বাজেট সহায়তার মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

সুবিধা :

সারা দেশে দুগ্ধ, পশু পালন, মৎস্য, চিনি, বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং হিমাগারের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৩,২৮৮টি সমবায় সমিতির প্রায় ২.৯ কোটি সদস্য উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাস্তবায়নের কৌশল এবং লক্ষ্য :

১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন, তহবিল বিতরণ, পর্যবেক্ষণ, তহবিল থেকে বিতরণ করা ঋণ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এনসিডিসি এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হবে।

২. এনসিডিসি তাদের নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে অথবা সরাসরি সমবায়গুলিকে ঋণ প্রদান করবে।

৩. এনসিডিসি সমবায়গুলিকে ঋণ বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য প্রকল্প সুবিধা স্থাপন, আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তির উন্নয়ন বা সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও তাদের ব্যবসার দক্ষতার সঙ্গে এবং লাভজনকভাবে

এরপর ৬ পাতায়

মোদি-ট্রাম্প চুক্তিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে কৃষক সংগঠন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: ভারতের ভিত্তি কৃষি। গোটা দেশবাসীর মুখে অন্ন জোগান কৃষকরা। এখানকার কৃষিক্ষেত্র স্বাধীন। বাড়তি মুনাফার জন্য সেই স্বাধীনতার সঙ্গে সমঝোতা নয় কোনওভাবেই। তেমনটা হলে নিজেদের জমিতেই ক্রীতদাসে পরিণত হবেন কৃষকরা। সম্প্রতি ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

হান্নান মোল্লার আরও বক্তব্য, "এখন ট্রাম্পের শর্তে চুক্তিতে সই করে ফের চাষিদের জীবনকে বিপন্ন করছেন। এটা কার্যকর হলে কর্পোরেট অধিপতি মানে আদানি, আম্বানিদের ইচ্ছেমতো চাষ করতে হবে। চাষির নিজের ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না। আসলে পশ্চিমের দেশগুলোয় যেভাবে কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি দেওয়া হয়, এখানে তা তো সম্ভব নয়। ওসব দেশের চাষিদের ফসল বিক্রি না হলেও চিন্তা করতে হয় না। এখানে তেমনটা হওয়ার উপায় নেই। তাই আমাদের দাবি, কৃষি, দুগ্ধজাত শিল্প পুঁজিবাদীদের হাতে দেওয়া চলবে না।" ট্রাম্প-মোদির 'সর্বনাশা' চুক্তি যাতে কার্যকর না হয় তার জন্য কৃষক সভার তরফে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ১৩ আগস্ট দেশজুড়ে ট্রাম্প ও মোদির কুশপুতুল পোড়ানোর ডাক দিয়েছেন হান্নান মোল্লারা।বুধবার নিজের ট্রুথ সোশালে তা ঘোষণা করেছেন। এই শুল্ক চাপ থেকে কৃষিক্ষেত্রকে বাদ দেওয়ার জোরাল দাবিতে সরব কৃষক সংগঠন। বামপন্থী সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভার তরফে বর্ষীয়ান নেতা হান্নান মোল্লার স্পষ্ট দাবি, কৃষি, দুগ্ধ-সহ খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্র কোনওভাবেই পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এনিয়ে প্রতিবাদ জানাতে আগামী ১৩ আগস্ট মোদি-ট্রাম্পের কুশপুতুল দাহ করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কৃষক সভা।

সম্প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি। বুধবার ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প জানিয়েছেন, 'ভারত আমাদের বন্ধু হলেও আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য খুবই কম। তার কারণ ওদের শুল্ক হার খুব বেশি। তাছাড়াও, ওদের যুদ্ধাস্ত্রের অনেকটাই রাশিয়া থেকে কেনা। তাই ভারত এবার ২৫ শতাংশ শুল্ক দেবে। আলাদা করে রাশিয়া থেকে তেল এবং অস্ত্র কেনার শাস্তিও পেতে হবে ভারতকে। ১ আগস্ট থেকে নতুন শুল্কহার কার্যকর হবে।' এরপরই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে কৃষিক্ষেত্রও এই চুক্তির আওতায় চলে যাবে কি না।

বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে সারা ভারত কৃষক সভার তরফে বর্ষীয়ান নেতা হান্নান মোল্লাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ট্রাম্পের চাপিয়ে দেওয়া শুল্ক কাঠামো কার্যকর হলে কৃষিক্ষেত্রে কতটা প্রভাব পড়বে? তার জবাবে হান্নান মোল্লা স্পষ্ট করেই বললেন, "সেটা হলে কৃষকরা নিজের জমিতে ক্রীতদাস হয়ে যাবেন। কৃষিতে কর্পোরেটাইজেশন করাই আসলে মোদির উদ্দেশ্য। উনি তো কৃষকদের শত্রু। যেদিন থেকে ক্ষমতায় এসেছেন, সেদিন থেকেই কৃষিক্ষেত্রকে বিপদে ফেলতে যা খুশি তাই করছেন। পুঁজিপতিদের হাত শক্ত করতে আগে গ্যাট চুক্তি করেছিল। আমরা রুখে দিয়েছি। তারপর তিনটে সর্বনাশা বিল নিয়ে এল। তাও আমরা ঠেকিয়েছি।"

(২ পাতার পর)

আরআরআরএলএফ-এর মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ

আরআরআরএলএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের ৫,৪৭৪টি গ্রন্থাগারের জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল ১০,৭৯, ৬৯, ২২৬ টাকা। এর মধ্যে পাওয়া গেছে ৯,৮৬,৯৬,২২৩ টাকা। অন্যদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের ৩টি গ্রন্থাগারের জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল ৭,৫০,০০০ টাকা। এর মধ্যে পাওয়া গেছে ৫,৬২,৫০০ টাকা।

জাতীয় গ্রন্থাগার মিশন প্রকল্পের আওতায় থাকা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলি হ'ল – উল্টোডাঙ্গার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার।

আজ রাজ্যসভায় লিখিত প্রশ্নের উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

(৫ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় খাতে "জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনসিডিসি)-কে অনুদান সহায়তা" প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে

পরিচালনার জন্য কার্যকরী মূলধন প্রদান করবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা সহ প্রভাব :

১. এই সমবায়গুলিকে প্রদত্ত তহবিল আয় বর্ধক মূলধন সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করবে এবং সমবায়গুলিকে কার্যকরী মূলধনের আকারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করবে।

২. অর্থনৈতিক সুবিধার পাশাপাশি বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে সমবায়গুলি আর্থ-সামাজিক বিভেদ পূরণে এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।

৩. ঋণ পেলে সমবায়গুলি তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকীকরণ, কাজকর্মে বৈচিত্র্য, লাভজনক বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং কর্মসংস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। কৃষক সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে।

৪. অতিরিক্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মেয়াদী ঋণ দক্ষতার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

প্রেক্ষাপট :

সমবায় ক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্যাপক অবদান রেখেছে। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের উৎপাদনের সব ক্ষেত্রেই সমবায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ভারতে ৮.২৫ লক্ষের বেশি সমবায় রয়েছে। ২৯ কোটিরও বেশি মানুষ এর সদস্য। দেশে ৯৪ শতাংশ কৃষক কোনো না কোনো ভাবে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের ফলে দুগ্ধ, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, মৎস্য, চিনি, বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংরক্ষণ ও হিমাগার, শ্রম সমবায় এবং মহিলা সমবায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ও কার্যকরী মূলধন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করা বিশেষ জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনা"য় ১,৯২০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ সহ ৬,৫২০ কোটি টাকা অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ১৫তম অর্থ কমিশনে (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬) "প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনায় (পিএমকেএসওয়াই) ১,৯২০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ সহ ৬,৫২০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে – ৫০টি মাল্টি প্রোডাক্ট ফুড ইরেডিয়েশন ইউনিট স্থাপন এবং পিএমকেএসওয়াই-এর আওতায় ৯২০ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্প। এছাড়া, রয়েছে ১০০টি খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন।

৫০টি ফুড ইরেডিয়েশন ইউনিটের বার্ষিক ধারণক্ষমতা দাঁড়াবে ২০-৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রস্তাবিত ১০০টি এনএবিএল-স্বীকৃত খাদ্য পরীক্ষাগার উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

সিনেমার খবর

স্টার কিডদের হার মানিয়ে বলিউডে দাপট দেখালেন আহান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে যোগ হলো নতুন এক নাম—আহান পান্ডে। চাঙ্কি পান্ডের ভাইয়ের ছেলে এই স্টার কিড মোহিত সুরি পরিচালিত 'সাইয়ারা' ছবির মাধ্যমে রূপালি পর্দায় অভিষেক করলেন। আর প্রথম ছবিতেই যেন বাজিমাত!

অনীত পাড্ডার বিপরীতে অভিনীত 'সাইয়ারা' মুক্তির প্রথম দিনেই আয় করেছে ২০ কোটি রুপি। দ্বিতীয় দিনে সেই অঙ্ক গিয়ে ঠেকেছে ২৪ কোটিতে। অর্থাৎ মাত্র দুই দিনেই ছবিটির মোট আয় ছাড়িয়েছে ৪৫ কোটি রুপি!

এই আয় দিয়ে আহান পিছনে ফেলে দিয়েছেন এক ঝাঁক তারকাসন্তানকে, যারা বিগত বছরগুলোতে বলিউডে অভিষেক করেছিলেন। দেখে নেওয়া যাক কাদের ছাপিয়ে গেছেন তিনি—

টাইগার শ্রফ

২০১৪ সালে 'হিরোপান্তি' ছবির মাধ্যমে বলিউডে যাত্রা শুরু করেছিলেন টাইগার। প্রথম দিনের আয় ছিল ৬.৫ কোটি রুপি।

সারা আলি খান

২০১৮ সালে সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে 'কেদারনাথ' ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সারা। ছবিটির প্রথম দিনের আয় ছিল ৫ কোটি রুপি।

জাহ্নবী কাপুর ও ঈশান খট্টর

'সাইরাত'-এর হিন্দি রিমেক 'ধড়ক' মুক্তি পেয়েছিল ২০১৮ সালে। শুরুটা হয়েছিল ৭.১ কোটি রুপির আয় দিয়ে।

অনন্যা পান্ডে

২০১৯ সালে টাইগার শ্রফ ও তারা সুতারিয়ার সঙ্গে 'স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার ২' ছবিতে অভিষেক করেন তিনি। ছবিটির প্রথম দিনের আয় ছিল ১২ কোটির বেশি।

আহান শেঠি

সুনীল শেঠির ছেলে আহান 'তড়প' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আসেন ২০২১ সালে। সে ছবির প্রথম দিনের আয় ছিল ৪ কোটির বেশি।

জুনায়েদ খান ও খুশি কাপুর

তাদের অভিষেক ছবি 'লাভিয়াপ্পা' প্রথম দিনেই আয় করে মাত্র ১.১৫ কোটি রুপি।

শানায়া কাপুর

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'আঁখে কি গুস্তাখিয়াঁ' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন শানায়া। প্রথম দিনের আয় ছিল মাত্র ৩৫ লাখ রুপি।

সব মিলিয়ে 'সাইয়ারা'র সাফল্য আহান পান্ডের জন্য এক বিশাল আত্মপ্রকাশ। বলিউডের নতুন প্রজন্মের অভিনেতাদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক বড় চ্যালেঞ্জ ও বার্তা হয়ে রইল।

ধুরন্ধর রূপে রণবীর

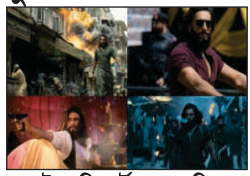

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রণবীর সিংয়ের জন্মদিনে প্রকাশ্যে এলো তার নতুন সিনেমা 'ধুরন্ধর'-এর ফার্স্টলুক। অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার ছবিটি পরিচালনা করছেন নির্মাতা আদিত্য ধর। এর আগে 'উরি' সিনেমা নির্মাণ করে আলোচনায় এসেছিলেন এই নির্মাতা।

এদিকে সিনেমার ফার্স্ট লুক প্রকাশের পর থেকেই প্রশংসায় ভাসছেন রণবীর। ২ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের চোখধাঁধানো টিজারে রণবীর সিং ছাড়াও দেখা মিলেছে সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খন্না আর মাধবন ও অর্জুন রামপালদের। টিজারের ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজেছে সংগীতশিল্পী শাশ্বতের একটি মৌলিক কম্পোজিশন। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন পাঞ্জাবি সংগীতশিল্পী জ্যাসমিন স্যান্ডলাস। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ভাষ্য অনুযায়ী 'ধুরন্ধর' এমন মানুষের গল্প বলবে, যাদের নাম কেউ জানে না, যাদের কাহিনী লেখা নেই ইতিহাসের পাতায়। আড়ালের সেই নায়কদের গল্পই উঠে আসবে পর্দায় যেমনটা হয়েছিল আদিত্য ধরের আগের 'উরি' ছবিতে। আগামী ৫ ডিসেম্বর 'ধুরন্ধর' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

'নতুন করে শিখেছি'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'সন অব সরদার ২' দিয়ে প্রথমবারের মতো কমেডি ঘরানার চলচ্চিত্রে কাজ করলেন মৃণাল ঠাকুর। ছবিতে পাঞ্জাবি চরিত্রে অভিনয় করছেন এই অভিনেত্রী। গত শুক্রবার মুম্বাইয়ের এক প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হয় 'সন অব সরদার ২'-এর ট্রেলার।

ছবিতে দেখা যাবে হাস্যরস, গান, নাচ ও রঙিন পাঞ্জাবি সংস্কৃতির মিশেল। মৃণাল বলেন, 'আমার আগের কাজগুলো বেশিরভাগই ছিল সিরিয়াস ধাঁচের-ইমোশন, ট্র্যাজেডি কিংবা প্রেমভিত্তিক। এখানে মুডটা পুরোপুরি আলাদা। শুরুতে ভেবেছিলাম আমি পারব না, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝলাম কমেডির জন্য আলাদা একটা টেম্পো দরকার। সংলাপের মধ্যে 'পজ' নেওয়া, চোখের ভাষা, কিংবা সহ-অভিনেতার রিঅ্যাকশনের ওপর কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হয় এই সবকিছু একেবারে নতুন করে শিখেছি।' ছবিতে মৃণালের চরিত্রের নাম 'রাবিয়া'। প্রাণবন্ত, তীক্ষ্ণধী ও একই সঙ্গে আবেগপ্রবণ। হেডফোনের সেরা অফার এই চরিত্র প্রসঙ্গে মৃণাল বলেন, 'রাবিয়া শুধু হাসায় না, কখনও কখনও ভাবায়ও। তার নিজস্ব কিছু স্তর আছে, যেটা সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। একজন পাঞ্জাবি তরুণী, কিন্তু তার ভেতরে যে আবেগ, রসবোধ আর শক্তি-তা উপস্থাপন করতে গিয়ে আমাকেও আমার চেনা গণ্ডির বাইরে যেতে হয়েছে।' পাঞ্জাবি উচ্চারণ রপ্ত করা নিয়েও শুরুতে তাকে হিমশিম খেতে হয়েছিল জানিয়ে বললেন, 'আমার ডায়ালগ কোচ ছিলেন, যিনি প্রতিদিন ধৈর্য ধরে আমাকে শুধরে দিতেন। আমরা সেটেই রিহার্সাল করতাম। অনেক সময় 'টেক'-এর মধ্যেও কেউ ফিসফিস করে বলে দিতেন, কোন শব্দটা ঠিক হচ্ছে না। পুরো ইউনিটটা এত আন্তরিক ছিল যে শেষ পর্যন্ত আমি পাঞ্জাবি-কন্যা হয়ে উঠতে পেরেছি।'

'সন অব সরদার ২' মুক্তি পাবে ২৫ জুলাই। একই দিন মুক্তি পাচ্ছে অজয় দেবগনের স্ত্রী কাজলের ছবি সরেজমিন, তবে সেটি ওটিটিতে। এক সাংবাদিক এ নিয়ে 'সংঘাত' প্রসঙ্গে অজয়কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'ওনার ছবি তো ওটিটিতে আসছে, তাই সংঘাতের কোনো প্রশ্নই নেই। আর আমরা বাসায় কাজ নিয়ে আলোচনা করি না। করলেও খুব কম। আপনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে ওনার ছবি ২৫ তারিখ আসছে আমার ধারণা, ওর মনে নেই আমার ছবিটাও ওই দিনই আসছে।'

টেস্ট ক্রিকেটকে দুই স্তরে ভাগ করতে আইসিসির কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টেস্ট ক্রিকেটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে উদ্যোগ নিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। দীর্ঘদিন ধরে চলা আলোচনার পর এবার আনুষ্ঠানিকভাবে টেস্ট ক্রিকেটকে দুটি স্তরে ভাগ করার লক্ষ্যে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে সংস্থাটি। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এই কমিটি তাদের সুপারিশ জমা দেবে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৭ সাল থেকে চালু হতে পারে নতুন এই টেস্ট কাঠামো।

বর্তমানে আইসিসির পূর্ণ সদস্য ১২টি দেশ টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুযোগ পায়, যার মধ্যে ৯টি দল অংশ নেয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে। তবে নিচের দিকের দলগুলোর পারফরম্যান্স ও জনপ্রিয়তা কম হওয়ায়, এই ম্যাচগুলো আর্থিকভাবে লাভজনক হয় না। এমন যুক্তি তুলে ধরেই টেস্ট ক্রিকেটকে দুই ভাগে ভাগ করার ভাবনা চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

এ প্রস্তাবের মূল উৎসধারায় রয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। তারা চায়, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও ইংল্যান্ড। এই তিন দল একে অপরের বিপক্ষে প্রতি তিন বছরে দুটি করে টেস্ট সিরিজ খেলুক, যা বর্তমানে হয় প্রতি চার বছরে। তবে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এখনো এই প্রস্তাবে পুরোপুরি সাড়া দেয়নি।

আইসিসির বার্ষিক সভায় এই প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় আসে। সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত চার দিনের বৈঠকে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়েছে। কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন আইসিসির নতুন প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্ত। সদস্য হিসেবে আছেন সিএ প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ ও ইসিবির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ড।

এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হলে আইসিসির ১২টি পূর্ণ সদস্য দেশের মধ্যে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ যেসব দল দ্বিতীয় স্তরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে, তাদের অনেককেই সম্মতি দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কোনো দেশই দীর্ঘ সময় অবনমনে থাকতে চাইবে না। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, দ্বিতীয় স্তর থেকে উত্তরণের জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে অন্তত দুই বছর।

তাছাড়া বড় দলগুলোর বিপক্ষে ম্যাচ থেকে যে আর্থিক লাভ হয়, তা থেকে বঞ্চিত হবে দ্বিতীয় স্তরের দলগুলো। এ কারণে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর চিন্তাও করা হচ্ছে।

টেস্ট ক্রিকেটে পরিবর্তনের পাশাপাশি আইসিসির সভায় আলোচনা হয়েছে একটি নতুন টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নস লিগ বা 'বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ' নিয়ে। যদিও এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো প্রস্তাব পেশ করা হয়নি।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বোর্ডের উদ্যোগে প্রথম চালু হয়েছিল টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নস লিগ। তবে সম্প্রচার স্বত্বজনিত জটিলতায় ২০১৪ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। এবার আইসিসি নিজস্ব উদ্যোগে নতুন একটি ক্লাব টুর্নামেন্ট চালুর চিন্তা করছে।

এছাড়া সভায় পূর্ব তিমুর ক্রিকেট ফেডারেশন ও জাম্বিয়া ক্রিকেট ইউনিয়নকে সহযোগী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে আইসিসির সহযোগী সদস্য দেশের সংখ্যা দাঁড়াল ১১০টি।

রিয়াল মাদ্রিদ ভক্ত ছিলেন না টনি ক্রুস, জানালেন নিজেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাত্র ক'দিন আগে ৩৫ বছর বয়সে জার্মান মিডফিল্ডার টনি ক্রুস পেয়েছেন মেকলেনবুর্গ-ওয়েস্টার্ন পোমেরানিয়া রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'অর্ডার অব মেরিট'। সম্মাননা গ্রহণের সময় দেওয়া বক্তব্যে উঠে আসে এক মজার, আবার কিছুটা বিস্ময়কর স্বীকারোক্তি। যেখানে ক্রুস বলেন, তিনি কখনোই রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক ছিলেন না!

তবে ঘটনাটি শুরু হয় একটি ছবিকে ঘিরে। ২০১৪ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার সময় সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দেখা যায় টনি ক্রুসের গায়ে রিয়াল মাদ্রিদের অ্যাওয়ে জার্সি। ছবিটি দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, ছোটবেলা থেকেই তিনি রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক। বিষয়টি রীতিমতো আলোচনার জন্ম দেয়।

কিন্তু সম্প্রতি দেওয়া বক্তৃতায় ক্রুস বলেন, 'আমি জানি না কীভাবে বা কেন, আমার কাছে লুইস ফিগোর একটি রিয়াল মাদ্রিদ জার্সি ছিল। সেটা পরে একটা ছবি তোলা হয়েছিল। তখন বুঝিনি সেই ছবি একদিন আমার কতটা কাজে লাগবে। আমি কখনোই রিয়াল মাদ্রিদের ভক্ত ছিলাম না।' কিন্তু সেই ছবি বেরিয়ে এল, ছড়িয়ে পড়ল সামাজিক মাধ্যমে। তারপর থেকেই রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকেরা বলতে লাগল, "ও তো ছোটবেলা থেকেই রিয়াল মাদ্রিদের ভক্ত, সাত বছর বয়সেই ওর জার্সি ছিল।" এসবের কিছুই সত্যি না, কিন্তু ছবিটা আমাকে সাহায্য করেছে,' জোর দিয়ে বলেন ক্রুস।

টনি ক্রুস বরাবরই বলে এসেছেন, তার প্রিয় ক্লাব ছিল ওয়ার্ডার ব্রেমেন। সেখান থেকেই ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার শুরু, যদিও পরবর্তীতে তার ক্যারিয়ার অন্য উচ্চতায় উঠে যায় বায়ার্ন মিউনিখ ও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলার মধ্য দিয়ে।

রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর ক্রুস হয়ে ওঠেন ক্লাব ইতিহাসের অন্যতম সফল খেলোয়াড়। ১০ বছরের ক্যারিয়ারে রিয়ালের হয়ে জিতেছেন ৫টি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ৪টি লা লিগা শিরোপা, এবং অসংখ্য ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ট্রফি। সম্প্রতি ২০২৪ ইউরো শেষ হওয়ার পর টনি ক্রুস পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানান।

গোলরক্ষক নিয়ে ম্যানসিটি-ম্যানইউ-পিএসজির ত্রিমুখী লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ম্যানচেস্টার সিটির ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এদেরসন তুর্কি ক্লাব গালাতাসারায়ে যাচ্ছেন। তাকে কিনতে মাত্র ৩ মিলিয়ন ইউরো খরচ করতে হচ্ছে ক্লাবটির। ম্যানসিটি কোচ পেপ গার্দিওলা তাই শীর্ষ পর্যায়ের নতুন একজন গোলরক্ষক পেতে মরিয়া।

সংবাদ মাধ্যম মাইনফুটবল জানিয়েছে, পোর্তর পর্তুগিজ গোলরক্ষক ডিয়াগো কস্তাকে দলে নিতে চান পেপ গার্দিওলা। ওদিকে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করছেন না ইতালিয়ান গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা। তিনি দল ছাড়তে চান বলেই খবর।

পিএসজি ওই জায়গায় পর্তুগাল জাতীয় দলের গোলরক্ষক ডিয়াগো কস্তাকে দলে নেওয়ার কথা ভাবছে। ওই কস্তা আরও এক মৌসুম আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত আন্দ্রে ওনানাকে দলে ভেড়ায় রেড ডেভিলসরা। এখানে আছে আরেক টুইস্ট। দোন্নারুমা যদি পিএসজি ছাড়েন তাকে আবার দলে নেওয়ার চেষ্টা করবে ম্যানসিটি। পিএসজির সঙ্গে ইতালিয়ান গোলরক্ষকের চুক্তি আছে মাত্র এক বছর। চুক্তির শেষ বছরে থাকায় অপেক্ষাকৃত কম দামে তাকে পেতে পারে ম্যানসিটি। যদিও কেমন দামে লা প্যারিসিয়ানেরা ইতালিয়ান গোলরক্ষককে ছাড়বে সে ধারণা পাওয়া যায়নি।

তবে পোর্তর গোলরক্ষক কস্তাকে যে ক্লাবই কিনুক খরচ করতে হবে মোটা অঙ্কের অর্থ। সংবাদ মাধ্যমের মতে, তার রিলিজ ক্লজ ৭০ মিলিয়ন ইউরো। তবে পোর্ত তাকে রিলিজ ক্লজের চেয়ে কিছুটা কম দামেও বিক্রি করতে প্রস্তুত। তাকে কেনার লড়াইয়ে ম্যানসিটি ও পিএসজি ঢুকলে ম্যানইউ-এর সুযোগ কিছুটা কমে যাবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR